আজকাল
কলকাতা ২৭ আশ্বিন ১৪১৩ শনিবার ১৪ অক্টোবর ২০০৬

বাঙালির তৃতীয় নোবেল ইউনূসের--বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও তার স্রষ্টাকে পুরস্কার 'শান্তি'র ।। প্রতিভা বসুর জীবনাবসান--অলক চট্টোপা

কলকাতা

প্রতিভা বসুর জীবনাবসান

লেখা হল না জীবন-যমুনা

মাইন এসেছে মহারাষ্ট্র থেকে: মুখ্যমন্ত্রী

বেসু পেতে চলেছে সেরার মর্যাদা?

সিঙ্গুরে তৃণমূলের সঙ্গে যৌথ আন্দোলন ইনটাকের: সুব্রত

বেসু পেতে চলেছে সেরার মর্যাদা?
আই আই ই এস টি

মধুমিতা দত্ত

একদা নাম ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ১৮৫৬ সালে শুরু হয়েছিল রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। ১৮৫৭ সালে পেয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি। ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে মিশে গিয়ে হয়ে গেল 'প্রেসিডেন্সি কলেজ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট'। ১৮৮০-তে ১২১ একর জমিতে গঙ্গার ধারে চলে গেল এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। নতুন নাম হল গভর্নমেন্ট ইঞ্জি নিয়ারিং কলেজ, হাওড়া। ১৮৮৭ সালে আবার নাম বদল— সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। ১৯২০-তে আরও একবার নাম বদল— বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাম বদল হল আরও একবার— বি ই কলেজ, শিবপুর। এ-ভাবেই চলছিল। ধীরে ধীরে যোগ হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞানের আরও বেশ কিছু বিষয়। ১৯৯২-তে বি ই কলেজ হল ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়। আর বছর দেড়েক আগে পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়— বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (বেসু)। এবার কি বেসু-র আবার পরিচিতি বদল হবে? হবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আই আই ই এস টি)?

দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচটিকে বেছে 'আই আই ই এস টি'-তে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। যার সম্মান আই আই টি-র তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। আর সেই পাঁচটির তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে বেসু। তালিকাটা এ-রকম— বেসু, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, কোচিন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং।

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এম আনন্দকৃষ্ণনের নেতৃত্বে এক বিশেষ: কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রস্তাব করেছে। আই আই ই এস টি-র সম্মান পেলে বদলে যাবে বেসুর পুরো খোলনলচেই। ঠিক হয়েছে, একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই পাঁচ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করা হবে ২ লাখ ৪০৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেসু পাবে প্রায় ৫২০ কোটি টাকা। শুধু স্নাতক ও

স্নাতকোত্তর কোর্সগুলোয় নয়, গুরুত্ব দেওয়া হবে গবেষণার ক্ষেত্রেও। আনন্দকৃষ্ণন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতকে যদি উন্নত দেশে পরিণত হতে হয়, তা হলে গবেষণা ক্ষেত্রে অনেক এগোতে হবে। একেবারে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখানো হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে ১৯৯৯ সালে ২৬ হাজার ৩৫৪ জন বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পি এইচ ডি করেছেন, সেখানে ২০০১ সালে এসে ভারতে সংখ্যাটা ৫ হাজার ১০০। ১৯৭৫ সালে চীনের ছাত্রছাত্রীদের পি এইচ ডি করার কোনও ইচ্ছেই ছিল না। সংখ্যাটা একটা বড়সড় শূন্য। সেখানে ২০০১-এ এসে সে-সংখ্যাটা হয়েছে ৭ হাজার ৬১৭। এবং দ্রুত সংখ্যাটা বাড়ছে। পাশাপাশি প্রয়োজনে বিদেশ এবং দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকদের আনারও ব্যবস্থা থাকবে। ক্যাম্পাসের উন্নতির জন্যও টাকা বরাদ্দ থাকবে। ভর্তি নেওয়ার জন্য সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। এবং আই আই ই এস টি হবে সম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

দেড়শো বছর পূর্তির মুখে বেসুর আই আই ইস এস টি-তে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনায় তাই উচ্ছ্বসিত ছাত্র-শিক্ষক এবং প্রাক্তনীরা। আজ, শনিবার উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বসছেন বেসু কর্তৃপক্ষ, যাতে দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সব বিষয় জানানো যায় কেন্দ্রকে। বেসু শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজয় মুখোপাধ্যায় বললেন, এই সম্মান অর্জনের জন্য আমাদের যতদূর যেতে হয়, আমরা যাব। বেসুর প্রাক্তনী সমিতি ছগ্যাবেসু-র সম্পাদক শান্তনু কর্মকারের বক্তব্যও একই। সবাই চাইছে এই সম্মানের মুকুট পরানো হোক ‘বেসু’-র মাথায়।

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata – 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited
Designed, developed & maintained by Datasoft Solutions